জৈন দর্শন মূলত মোক্ষশাস্ত্র। মোক্ষলাভের যে পন্থার কথা জৈন দর্শনে বলা হয়েছে তা হল নৈতিক। দেহের সাথে আত্মার সংযোগকেই জৈন দর্শনে বন্ধন বলা হয়। কর্মের মাধ্যমে আত্মা দেহের সাথে সংযুক্ত হয়। জৈন নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য হল জীবের বন্ধন মোচন। আত্মা স্বভাবত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দর অধিকারী।বন্ধনের অবসান হলেই আত্মা তার স্বাভাবিক ধর্ম প্রাপ্ত হয়।

জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির নানা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে ত্রিরত্ন উল্লেখযোগ্য। সম্যক দর্শন,সম্যক জ্ঞান, সম্যক কর্মকে একযোগে ত্রিরত্ন বলা হয়েছে।জৈনমতে মুক্তিকামী ব্যাক্তির এই তিনটিই একত্রে থাকা প্রয়োজন।চিকিতসায় সুফল লাভ করার জন্যপ্রয়োজন ওষুধের কার্যকারিতায় বিশ্বাস, তার ব্যবহার রীতিএবং তার প্রয়োগ। এই তিনটি একসাথে থাকলেই চিকিতসায় ফললাভ হয়।তেমনই বন্ধন মুক্তি হয় ত্রিরত্ন যদি একত্রে উপস্থিত থাকে।

সম্যক দর্শন জৈন দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ তীর্থংকরদের উপদেশে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস হল সম্যক দর্শন। শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞান হয় না।কিন্তু যে শ্রদ্ধা বিচারবিযুক্ত, তাকে জৈনরা শ্রদ্ধা বলেন না।যা যুক্তিগ্রাহ্য তাকেই গ্রহণ করা কর্তব্য।বিচারের সাথে শ্রদ্ধার কোন বিরোধ নেই।

অবিচল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জন্য মানুষকে ত্রিবিধ কুসংস্কার ও দম্ভ থেকে মুক্ত হতে হবে। ত্রিবিধ কুসংস্কারকে ত্রিবিধ মূঢ় বলা হয়েছে- লোক মূঢ়,দেবমূঢ় ও পাষণ্ডী মূঢ়।লোকমূঢ় মানুষের কতগুলি লৌকিক বিশ্বাসকে বোঝায়। যেমন একটি বিশেষ নদীতে অবগাহন করলে মানুষ পবিত্র হয়-এইরূপ বিশ্বাস। দেবমূঢ় দেবতাদের শক্তিমত্তায় বিশ্বাসকে বোঝায়।যেমন মানুষ বিশ্বাস করে দেবতাদের তুষ্ট করলে নানা স্বার্থসিদ্ধি হয়। পাষণ্ডী মূঢ় বলতে ভণ্ড সাধুদের উপদেশে বিশ্বাসকে বোঝায়। এই তিনপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্তি সম্যক দর্শনের আবশ্যিক শর্ত। তাছাড়া বিনয়কেও সম্যক দর্শনের আবশ্যিক শর্ত বলা হয়।মানুষকে বুদ্ধিমত্তার দম্ভ, বিশালাকারে পূজা করার দম্ভ, জাতির দম্ভ,বংশের দম্ভ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

সম্যক জ্ঞান আত্মজ্ঞানকেই সম্যক জ্ঞান বলা হয়েছে।জীব বা আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই বন্ধনের কারণ। জীব যখন কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তখন তার জ্ঞান অপ্রকটিত থাকে।কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেই সম্যক জ্ঞান হয়।

সম্যক চরিত্র মোক্ষলাভের সহায়ক কর্ম পালনকে সম্যক চরিত্র বলে।

জৈন নীতিদর্শনে মোক্ষকে একই সাথে পরম পুরষার্থ ও নৈতিক আদর্শ বলা হয়েছে। এই আদর্শে পৌঁছানোর পথ অতি দুর্গম। জৈন নীতিদর্শনে দুই প্রকার নৈতিক অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে।এই অনুশাসনগুলিকে ব্রত বলা হয়। কিছু ব্রত সাধারণ মানুষের জন্য বলা হয়েছে, আবার কিছু ব্রত সন্নাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সাধারণ মানুষদের জন্য নির্দ্ধারিত ব্রতগুলিকে বলা হয় অনুব্রত এবং সন্নাসীদের পালনীয় ব্রতগুলিকে বলা হয় মহাব্রত। মহাব্রত ও অনুব্রতর মধ্যে পার্থক্য কেবল মাত্রাগত।সাধারণ মানুষদের জন্য পালনীয় ব্রতগুলি তুলনামূলকভাবে অনেক সহজসাধ্য,অপরপক্ষে সন্ন্যাসীদের পালনীয় ব্রতগুলি কঠোর।

অহিংসা,সত্য,অস্তেয়,ব্রম্ভচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যখন সন্ন্যাসীদের পালনীয় তখন তাকে বলে পঞ্চ মহাব্রত। এই পাঁচটির মধ্যে অহিংসাই সবথেকে মূল্যবান।অহিংসাকে প্রধান বা মূল্যবান বলার কারণ হল অন্য ব্রতগুলিও পরোক্ষভাবে অহিংসার কথাই বলে।

অহিংসার অর্থ হল সব রকম হিংসা থেকে বিরতি।প্রাণীর প্রতি দৈহিক হিংসাকেই তাঁরা কেবল হিংসা বলেন নি।কায়িক,বাচিক ও মানসিক –সকল হিংসা থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা।

দ্বিতীয় মহাব্রত সত্য প্রকারান্তরে অহিংসা পালনের ব্রত।কারণ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যাচারণ সেই ব্যাক্তির বিপর্যয়ের কারণ হয়। অসত্যভাষণ হিংসারই নামান্তর মাত্র।

অস্তেয় বা পরদ্রব্য অপহরণ থেকে বিরত না হলেও হিংসাচারণ হয়, কারণ যে ব্যাক্তি তার প্রকৃত অধিকারী তার ক্ষতিসাধন হয়।

ব্রম্ভচর্য থেকে বিরত না হওয়া অপরের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে।

অপরিগ্রহ অর্থাৎ অতিরিক্ত দান গ্রহন না কর এবং তার দ্বারা অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী না হওয়া।যদি কোন ব্যাক্তি অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করে তাহলে তার এই প্রবৃত্তির ফলে অন্যের অভাব সৃষ্টি হয়।অপরকে বঞ্চিত করাও এক প্রকার অহিংসা।

জৈন নীতিদর্শন অনুযায়ী সন্ন্যাসীর আচরণ সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া উচিত।এইজন্য তাঁদের পাঁচটি মহাব্রত ছাড়াও পাঁচটি অনুনীতি বা সমিতি পালন করতে হবে। যেমন,-

১।ইর্ষা সমিতি – চলার সময়ে কোন প্রাণীর যেন কোন আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সাবধানতা পালন করতে হবে

২।ভাষা সমিতি - বাচনিক আঘাত যেন না লাগে তাই বাকসংযম পালন করতে হবে।

৩।এষণা সমিতি- খাদ্য বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে সে খাদ্য যেন শুধু তার জন্য তৈরী না হয়।

৪।আদান নিক্ষেপন সমিতি- প্রয়োজনীয় জিনিস এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে আর কারো আঘাত না লাগে।

৫।পরিথাপানিকা সমিতি- অপ্রয়োজনীয় জিনিস সাবধানতার সাথে বিসর্জন দেওয়া উচিত।

এই পাঁচটি সমিতি সন্ন্যাসীকে অহিংসা পালনে সাহায্য করে।এই সমিতিগুলির অনুশাসন অতি কঠোর। সম্পূর্ণ অহিংসা পালন না করলে মোক্ষ লাভ করা যায় না।

সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কঠোর অনুশাসন পালন করা সম্ভব নয়।প্রতিটি মহাব্রতকে শিথিল করে যে নৈতিক বিধি রচনা করা হয় তা সাধারন গৃহস্থদের উপযোগী।জৈন নীতিশাস্ত্রে এদের বলা হয় অনুব্রত।

অনুব্রত রূপে অহিংসা -এই অর্থে অহিংসা হল স্থুল অহিংসা থেকে বিরতি।অর্থাত উচ্চপ্রাণীকে আঘাত বা হত্যা থেকে বিরতি।উচ্চ শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বলতে একাধিক ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণীকে বোঝান হয়েছে।

অহিংসার অন্তর্গত ছয়টি অনুব্রত হল

১।ইচ্ছাপূর্বক নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা না করা,

২।আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকা,

৩।ভ্রূণ হত্যা থেকে বিরত থাকা,

৪।এমন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত না হওয়া যার উদ্দেশ্য হিংসা ওধ্বংস,

৫।মানুষকে অস্পৃশ্য না মনে করা,

৬।সমস্ত প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ থে্কে বিরত থাকা।

অনুব্রত রূপে সত্য – স্থুল মিথ্যাভ্ষণ থেকে বিরত থাকা।মিথ্যাকে স্থুল বলা হয় তখন যখন তা অপরের ক্ষতিকারক হয়।সত্যের সাথে যুক্ত ছয়টি অনুব্রত হল –

১।ক্রয়বিক্রয়ের সময়ে যথাযথ পরিমান দেওয়া,

২।সচেতনভাবে মিথ্যা অভিমত না দেওয়া,

৩।মিথ্যা মামলা না করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া

৪।অন্যের গোপন তথ্য না প্রকাশ করা

৫।গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পন না করার ইচ্ছা প্রকাশ করা

৬।প্রতারণা না করা।

অনুব্রত রূপে অস্তেয়র অর্থ স্থুল চৌর্য থেকে বিরত থাকা।ওস্তেয় সম্পর্কে পাঁচটি অনুব্রত হল

১।পরদ্রব্য অপহরণ না করা

২।অপহৃত দ্রব্য ক্রয় না করা বা ক্রয়ে সাহায্য না করা

৩।আইনবিরোধী বস্তুর সাথে সম্পর্ক না রাখা

৪।বানিজ্যের ক্ষেত্রে অসামাজিক কার্যকলাপ না করা

৫।একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আত্মসাত না করা

অনুব্রত রূপে ব্রম্ভচর্যের তাতপর্য

ব্রম্ভচর্যের অর্থ নিজের স্বামী বা স্ত্রীর বিষয়ে সন্তুষ্টি

অনুব্রত রূপে ব্রম্ভচর্য সম্পর্কে পাঁচটি নীতি

১।ব্যভিচার না করা

২।অস্বাভাবিক যৌনকর্মে লিপ্ত না হওয়া

৩।যৌন কর্ম থেকে নিয়মিত বিরতি

৪।আঠারো বছর বয়স অবধি বিবাহ না করা

৫।অধিক বয়সে বিবাহ না করা

অপরিগ্রহ সম্পর্কে পাঁচটা অনুব্রত হল

১।স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ না করা

২।উতকোচ, এমনকি উপহারও গ্রহণ না করা

৩।নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থ না দেওয়া বা গ্রহণ না করা

৪।চিকিতসকের পক্ষে লোভবশত চিকিতসা দীর্ঘায়িত না করা

৫।বিবাহে যৌতুক না দাবী করা

অনুব্রতগুলি আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক মনে হলেও এই ব্রতগুলি পালনে একদিকে আত্মসিদ্ধি হয়,অপরদিকে সমাজের উন্নতি হয় এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যায়। অনুব্রতগুলির ক্ষেত্রে অকারণ কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় নি,এতে জৈন দর্শনের বাস্তববোধ প্রকাশিত হয়। অপরপক্ষে মহাব্রতগুলি তাঁদের মতে কেবল মুমুক্ষু ব্যাক্তিদেরই পালনীয়। আত্মজ্ঞানের পথ ,তাঁদের মতে অতি কঠোর।